শিক্ষার শিক্ষার অর্থ, শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক ও নানান তাত্ত্বিক দিক

শিক্ষা হল মানুষের আচরণের বাঞ্ছিত সমাজসম্মত এক সার্থক পরিবর্তন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হচ্ছে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সংগতিবিধান করার জন্য, শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের জন্য, সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা ও সমাজের উন্নতির জন্য কতকগুলি সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট, সমাজ স্বীকৃত আচরণ আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার অর্থ

পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষার অর্থও সদাপরিবর্তনশীল, প্রাচীনকালে 'শিক্ষা' কথাটির অর্থ ছিল কেবলমাত্র পুঁথিগত কিছু জ্ঞান অর্জন, যা ছিল সংকীর্ণ ধারণা। কিন্তু আধুনিক সময়ে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও কাজ, যা শিক্ষার ব্যাপক অর্থ (মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি) বহন করে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ

ম্যাকেঞ্জির মতে, "সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল আমাদের জন্মগত ক্ষমতার অনুশীলন ও বিকশিত করার সচেতন প্রচেষ্টা বিশেষ।" (Education in the narrower sense is conscious effort to develop and cultivate our innate powers).

G. H. Thompson বলেছেন - সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে ব্যক্তির ওপর পরিবেশের প্রভাব যা তার আচরণ, চিন্তাভাবনা ও মনোভাবের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক বা পুস্তক হল জ্ঞানের খনি। সেই খনি থেকে নলের মাধ্যমে জ্ঞানের স্রোতে শিশুর শূন্য মনপূর্ণ করে - যা 'Pipe Line Theory' নামে পরিচিত।

আরো বলা যায় সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল শিশুর মনে ক্রমশ জ্ঞানের সঞ্চার, শিক্ষক বা পুস্তক হল জ্ঞানভান্ডার, যা থেকে স্বরূপ জ্ঞান শিশুর শূন্য মনে সঞ্চারিত হয়। যা 'Gold Sack Theory' নামে পরিচিত। এভাবে বাহ্যিক জ্ঞান শিশুর শূন্যমনে সঞ্চারিত হয় নির্দিষ্ট

একটি পাঠক্রমকে অনুসরণ করে, শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি (শিক্ষক ও অভিভাবক) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পুঁথিকেন্দ্রিক, বিদ্যালয় ভিত্তিক, স্মৃতিনির্ভর একমুখী ডিগ্রী লাভের প্রক্রিয়া বিশেষ।

শিক্ষার শক্তিবাদ সংকীর্ণ ধারণারই অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি প্রাচীন তত্ত্ব। এখানে বলা হয়েছে 'মন' কতগুলি সহজাত এবং পরস্পর পৃথক শক্তির সমন্বয় (মনোযোগ, স্মৃতি, কল্পনা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি), কোন একটি বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে মনের যেকোন একটি শক্তির যদি চর্চা হয় তবে সবক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়বে। শিক্ষার এই 'মানসিক শক্তিবাদ' মনস্তত্ত্বের 'শক্তিবাদ' থেকেই এসেছে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

সমগ্র জীবনই হল শিক্ষা আর শিক্ষাই হল জীবন, চোখ মেলে আমরা যা দেখি তাই শিখি আবার চোখ বন্ধ করেও যা দেখি তাকে অনেক সময় বাস্তবে কার্যকরিভাবে রূপায়ন করি (কল্পনা, স্বপ্ন)।

এভাবে জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্বসময় পর্যন্ত তার প্রত্যেক দিনের শুরু থেকে শেষের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যে জ্ঞান-ধারণা নিয়ে বাঁচি তাই হল শিক্ষার ব্যাপক অর্থের সংকেত।

লর্ডসের মতে - 'শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা'

আবার Moore জানান - 'যতদিন বাঁচি ততদিনই আমরা শিখি'। -

অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শিক্ষা হল জন্মকালীন সময় জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এই শিক্ষা যেমন শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্যকে সাধ্যায় রাখে, তেমনি তার নৈতিক আদর্শের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক হল শিক্ষার্থীর Friend - Philosopher - Guide.

সবশেষে বিশেষ গুরুত্ব বিষয় হল এই শিক্ষাতে মনস্তত্ত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি প্রতিক্ষণে তার বুদ্ধি, কল্পনা, চিন্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা আগ্রহকে এখানে কাজে লাগাতে পারে।

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনুশীলন করলেই বোঝা যায় এর প্রত্যেকটি আলোচনার বিষয়বস্তু শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন করা হয়েছে।

শিক্ষা হল মানুষের আচরণের সমাজকাঙ্ক্ষিত এক সার্থক পরিবর্তন, যেহেতু মনোবিজ্ঞান মানুষের নানান আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে সেহেতু এই বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটানো এবং বাঞ্ছিত নতুন আচরণ সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব নয়।

তেমনভাবে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের নানা নীতি, তত্ত্ব ও সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে মনোবিজ্ঞানের নীতি ও নিয়মগুলির যথার্থতা বিচার করে।

সুতরাং বলাই যায় মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান, যার সাহায্যে আচরণের বিভিন্ন দিকে ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি এবং শিক্ষাবিজ্ঞান হল ঐ আচরণের প্রয়োগমূলক দিক। অর্থাৎ এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ও একে একের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দুটি বিশেষ দিক রয়েছে - একটি হল তাত্ত্বিক দিক (Theoretical Aspect) এবং অন্যটি হল ব্যবহারিক দিক (Practical Aspect). এই দুই ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান কিভাবে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করছে তা নিম্নে আলোচিত ও উল্লিখিত হল,—

শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মনোবিজ্ঞান :-

শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হবে তা মনোবিজ্ঞান ঠিক করতে পারে না, তা পারে দর্শন। কিন্তু দর্শন দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের সহায়ক কিনা তা বিচার করে মনোবিজ্ঞান। না হলে শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

২। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান :-

শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, রুচি ও আগ্রহভিত্তিক হবে কিনা, তা বিচার করার দায়িত্ব মনোবিজ্ঞানের ওপর থাকে।

৩। শিশুকেন্দ্রিকতা ও মনোবিজ্ঞান :-

আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুকেন্দ্রিকতা। শিশুকে গুরুত্ব দিয়ে তার আগ্রহ, চাহিদা, মনোভাব, নিজস্ব ক্ষমতা, বয়স প্রভৃতি বা পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা শিশু মনোবিদ্যাই ঠিক করে।

৪। সক্রিয়তার নীতি ও মনোবিজ্ঞান :-

আধুনিক শিক্ষার বিশেষ তাত্ত্বিক ধারণা হল সক্রিয়তাবাদ, যা শিক্ষার একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, যা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

৫। বিদ্যালয়ের ধারণা ও মনোবিজ্ঞান :-

আদর্শ সমাজ পরিবেশই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত। তাইতো আধুনিক সমাজ মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে সমাজের

প্রতিচ্ছবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬। শিশুর দৈহিক বিকাশ ও মনোবিজ্ঞান :-

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। দেহ ও মন পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এদের বিকাশে মনোবিজ্ঞানের যে শাখাটি সাহায্য করে তা হল শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে যে আধুনিক ধারণা তা মনোবিদ্যার ফল।

৭। ব্যতিক্রমী শিশুর শিক্ষা নির্দেশনা :-

মনোবিদ্যা ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরাতে সচেষ্ট থাকে।

শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব :-

১। শিক্ষার পাঠক্রম ও মনোবিজ্ঞান :-

পাঠক্রম প্রণয়নের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের যোগাযোগ নিবিড়। পাঠক্রম রচনা করতে গেলেও শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা, সামর্থ্য, প্রবণতা, বুদ্ধি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সমাজের চাহিদাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ও মনোবিদ্যা :-

শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গঠন, তার ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশ মানসিকভাবে সুস্থতার প্রমাণ। তাই পাঠক্রমের সাথে সাথে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে নানা বিষয় রাখা হয় এবং বিদ্যালয় তা মেনে চলে। যার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

৩। শিক্ষা পদ্ধতি ও মনোবিদ্যা :-

আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি সবই মনোবিজ্ঞান সম্মত।

"Nothing can be taught, everything is to be learnt". (কিছুই শেখানো যায় না, সবকিছু নিজেকেই শিখতে হয়।) এই আধুনিক 'ছাঁচ' নীতি মনোবিজ্ঞানসম্মত।

এছাড়া সক্রিয়তার নীতি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতির জোর ভিত্তি করে নানা শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। যেমন— হার্বার্ট এর পাঠ পরিকল্পনা, ডালটন প্ল্যান, প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদি।

৪। বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ এবং মনোবিজ্ঞান :

শিক্ষার্থী শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে তার প্রমাণ তার বুদ্ধি। মনোবৈজ্ঞানিক নানা গবেষণার দ্বারা বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য জানা গেছে এবং বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বর্তমানে নানাধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। যার দ্বারা শিশুর শিক্ষাকে আরো বেশি সফল ও সার্থক করা সম্ভব হয়েছে।

৫। শিখন ও মনোবিজ্ঞান :-

মনোবিজ্ঞানের শিখন সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ নানা তথ্য, সূত্র, শর্ত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে অনেক আধুনিক করতে পেরেছে।

৬। মূল্যায়ন ও মনোবিজ্ঞান :-

বর্তমানে মূল্যায়ন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গতানুগতিকতাকে বাদ দিয়ে এখন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, মনোযোগ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি পরিমাপের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭। শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধান :-

শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তা মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় বলে শাস্তিদানকে বন্ধ করা হয়েছে। পরিবর্তে মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তশৃঙ্খলার প্রবর্তন ঘটেছে। যাতে শিশুর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়া অনেক আনন্দময় ও স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছন্দ হয়েছে।

৮। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমস্যা এবং মনোবিজ্ঞান :-

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল উপাদান সহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থাকতে হবে এও কিন্তু মনোবিজ্ঞানেরই ধারণা।

এছাড়া কোন কারণে শিক্ষকের কোন সমস্যার সমাধান, কিংবা শিক্ষার্থীর কোন সমস্যা তা মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, যেমনই হোক না কেন মনোবিজ্ঞান তার সহজ সমাধানের উপায় রেখেছে।

৯। বিদ্যালয় প্রশাসন ও মনোবিজ্ঞান :-

বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা নীতি বিদ্যালয়ের নিয়মনও তার নির্ণয় করে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও পরিচালক মণ্ডলীর সুসম্পর্ক বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। এখানেও মনোবিজ্ঞানের অবদান রয়েছে বিশেষভাবে। যেমন- প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকদের আচরণ কেমন হবে, সময় তালিকা কিভাবে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা কেমন হবে প্রভৃতি।

১০। আচরণগত সমস্যা ও মনোবিজ্ঞান :-

আমাদের শরীরের মতো মনের অসুখ হয়। বিশেষকরে স্কুলে অনেক ছেলেমেয়েদের অপসংগতিমূলক আচরণ ও সমস্যামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি দূর করে সুস্থ করে তুলতে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

১১। শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণা :-

শিক্ষাকে বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য মনোবিজ্ঞানের গবেষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, মনোযোগ, স্মৃতি, শিখন, প্রেষণা, সাধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণালব্ধ ফল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নীতি করে তুলছে। এছাড়া নানা শিক্ষণ মডেল মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতেই তৈরি হচ্ছে।

সমাপ্ত :